ভোরের কাগজ

47

তারিখ 04 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

# অসম্পূর্ণ অবকাঠামো নিয়েই চলছে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম

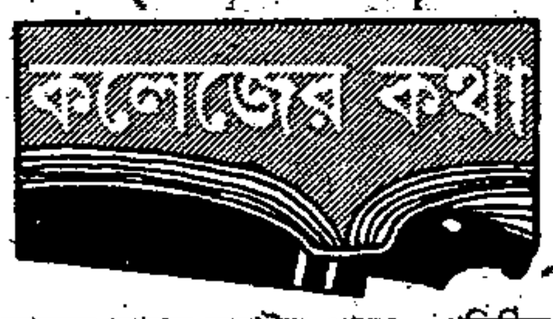


**তারেক আলম নড়াইল থেকে :** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ ১১৩ বছর অতিক্রম করেছে। বর্তমানে কলেজটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক ও কর্মচারী সঙ্কট, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাব, যানবাহন সঙ্কট, ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা,অসম্পূর্ণ অবকাঠামো নিয়েই কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।

নড়াইলকে শিল্প, সাহিত্য ও কৃষ্টিতে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করার মানসে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে ১৮৮৬ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালে কলেজটি সরকারিকরণ হয়। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান, ডিগ্রি কোর্সে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন, বাংলা ব্যবস্থাপনা, গণিত- চারটি বিষয়ে সম্মান কোর্সসমূহে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে '৯৭ সালে 'অনার্স কোর্স' চালুর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষক কর্মরত থাকলেও শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে। বিধি মোতাবেক অনার্স কোর্সের প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে একজন অধ্যাপক একজন সহকারী অধ্যাপক দুজন সহযোগী অধ্যাপক ও তিন জন প্রভাষক সহ সাত জন শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকলেও শিক্ষক কলেজের সংশ্লিষ্ট অনার্স কোর্সের প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে শিক্ষকস্বল্পতা। প্রতি বিষয়ে সর্বোচ্চ চার জন শিক্ষক থাকায় অনার্স কোর্সসমূহের সর্বমোট ১৩৭ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়াও রয়েছে আবাসিক সঙ্কট। মাত্র ৪০ আসনের একটি ছাত্রাবাস থাকলেও কোনো ছাত্রীনিবাস নেই। তিন হাজার শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য নেই কোনো যানবাহন। নিজস্ব উদ্যোগ আর রিকশাই একমাত্র যাতায়াত মাধ্যম। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতায়াতের জন্য বাস প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক ছাত্রী হলেও ছাত্রীনিবাস না থাকায় বিশেষ করে দূরদূরান্তের ছাত্রীদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ইকবাল হোসেন ভোরের কাগজকে জানান, বর্তমানে কলেজে দুটি বাস ও একটি ছাত্রীনিবাসের আশু প্রয়োজন।

জেলার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাপ থাকলেও সীমিত সংখ্যক আসন থাকায় বেশিরভাগ আগ্রহী শিক্ষার্থী ফিরে যেতে হয় কে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। তাই জেলাবাসীর দাবি, শতাব্দীপ্রাচীন কলেজটিতে প্রতি বিভাগে আসন বাড়ানো, আরো অনার্স কোর্স ও সর্বোচ্চ শিক্ষা মাস্টার্স কোর্স চালু করা হোক। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরুণ কুমার দাশ জানান, অনার্স কোর্সের আসনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ও পাঁচটি বিষয়ে (ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও অর্থনীতি) অনুমতির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হয়েছে। তিনি আরো জানালেন, শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষ যথেষ্ট নয়, অডিটরিয়াম নেই, বিজ্ঞানাগারের কক্ষের অভাব আর প্রয়োজনীয় শিক্ষক-কর্মচারীর অভাব রয়েছে।

প্রায় ১৪ একর নিজস্ব জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কলেজে একটি উন্নত মানের খেলার মাঠ থাকলেও ক্রীড়া শিক্ষকের অভাবে এবং প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রী না থাকায় কলেজটি বর্তমানে ক্রীড়াচক্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। অথচ অতীতে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব পূরণ ও নতুন করে স্থাপনা নির্মাণ করা হলে ভিক্টোরিয়া কলেজ তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে বলে সকলেই মনে করেন।

বাংলাদেশের তৃতীয় প্রাচীনতম মহাবিদ্যালয়ের (অন্য দুটি ঢাকা কলেজ- ১৮৫১ ও রাজশাহী কলেজ- ও ১৮৭৩) বিশাল আয়তনের অধিকাংশ জায়গা অব্যাহত অবস্থায় রয়েছে। অপূর্ব স্থাপত্যকলায় সমৃদ্ধ প্রশাসন ভবন ও গ্যালারি ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষিত হওয়ায় প্রশাসন ভবন নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ফলে কলেজের কক্ষ সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। শিক্ষার্থীরা দাবি করেছেন, অবিলম্বে ব্যবহার অনুপযোগী ভবন দুটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে ঘোষণা করে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নকশার আদলে সংস্কার করে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হোক। শিক্ষার্থীদের এই দাবির প্রতি সমর্থনও জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনের ধারাবাহিকতা আজো বর্তমান। কলেজের সমস্যাগুলি সমাধান করলে ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া কলেজটি হতে পারে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর বিদ্যাচর্চার আদর্শ স্থানীয় বিদ্যাপীঠ।